বঙ্গবন্ধুর আত্মদান

৷৷ শেখ উল্লাস ৷৷

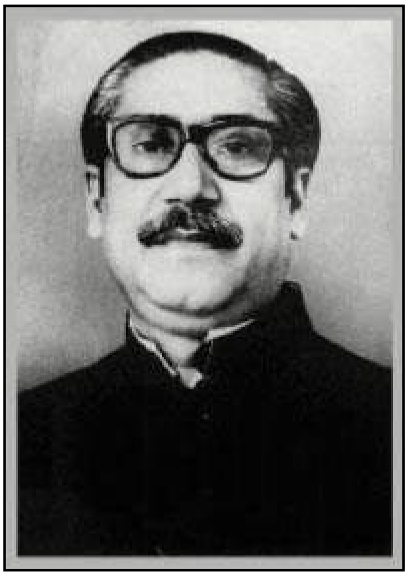

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগস্ট ২০০৮ - দীর্ঘ ৩৩টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। '৭৫ সালে যে ছিলো বালক আজ সে বয়সের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ একজন মানুষ। আর সে সময় যে ছিলো যুবক এখন সে প্রৌঢ়। সেদিনকার পরিণত বয়সের মানুষেরা আজ বার্ধক্যে উপনীত, অনেকে এই পৃথিবীতেই নেই। এই ৩৩ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে গেছে কতই না ঘটনা। দেশী-বিদেশী এবং বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর থেকে দেশকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো পাকিস্তানী ভাবধারায়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সকল অর্জন, মূল্যবোধ, চেতনা ও উপলব্ধিকে কবর দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিলো। পর্যায়ক্রমে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিকদেরকে। এক কথায় দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা ধারণকারী সকল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সকল আয়োজন চলতে থাকে।

কিন্তু বাঙালি জাতির ভিত্ অনেক বেশি শক্ত। আর শক্ত হবেই বা না কেন? এ জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য যে চার হাজার বছরেরও বেশি। এখানে হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'শান্তি'কে লালন করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করে আসছে। এই দেশ, এই জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের সাথে যারাই বিশ্বাসঘাতকতা বা বেঈমানী করেছে তারাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এইসব বিশ্বাসঘাতকের দল যুগ যুগ ধরে বেঈমান, মোনাফেক এবং সর্বশেষ রাজাকার হিসেবে এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ঘৃণিত ও ধিকৃত হয়েছে; যদিও ওই শ্রেণীর লোকেরাই আবার কৌশলে-অপকৌশলে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মালিক হয়ে সাময়িক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পাশবিক তৃপ্তি লাভ করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরাই প্রভাব খাটিয়ে, সৌদি-ইহুদি-পাকিস্তানী-আমেরিকান অর্থে পুষ্ট হয়ে বাংলার মানুষকে স্বার্থপর, ভোগী, দুর্নীতিবাজ, ধর্মান্ধ, অসাম্প্রদায়িক এবং বিশেষ করে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র বানাবার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে।

দেশে যা এখনো হয়নি তা হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণ। যদিও দেশের স্বাধীনতার ফসল হিসেবে সমাজের একটি নগণ্য সংখ্যক মানুষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, দেশী সম্পদ ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে একটি শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে সকল সম্পদ, শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে তোলা হয়েছে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাম-গঞ্জ-মফস্বলের শত বছরের ঐতিহ্যের বহনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা হয়েছে, সার্টিফিকেটধারী লাখো লাখো শিক্ষিত যুবক তৈরি করা হলেও দেশপ্রেম ও দেশজ সংস্কৃতির সাথে তাদের গড়ে ওঠেনি কোনো সম্পর্ক। গ্রাম-মফস্বলের সহজ, সরল, সংস্কৃতির জীবনকে এক প্রকার বিদায় করা হয়েছে। সকল মানুষকে রাজধানী ঢাকামুখী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম ও মফস্বল শহরগুলো এক প্রকার অবাঞ্ছিত ও আবেদনহীন হয়ে উঠেছে নব্য শিক্ষিত ও অর্থ-প্রতিপত্তিসম্পন্নদের কাছে।

বঙ্গবন্ধুর তথা জাতির স্বপ্ন ছিলো একটি শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ যে জন্য ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয়েছিলো এত বড় একটা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। গ্রাম-শহর, গরীব-ধনীদের মধ্যে বর্তমানে যে বিশাল বৈষম্যের সাগর তৈরি হয়েছে তা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর কাম্য ছিলো না। তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা আমার অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি এ দেশের মানুষ শান্তিতে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে না পায়।' আজকে বঙ্গবন্ধুর ৩৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে এসে তাই বিবেকবান মহলের প্রশ্ন - দেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, ধনীরা যেভাবে আরও ধনী হচ্ছে, গরীবরা আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে, তার শেষ কোথায়? বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বঙ্গবন্ধুর নাম এক সূত্রে গাঁথা হয়েছিলো। এই এক সূত্রে গ্রথিত হওয়ার পেছনের আন্দোলন-সংগ্রাম-সাধনায় এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের অবদানকে খাটো করে দেখার কোনোই অবকাশ নেই। শিল্পীর গানে যেমনটি শোনা যায় - 'আমারই দেশ সব মানুষের, ...ছোটদের, বড়দের, গরীবের, নিঃস্বের, ফকিরের ....কুলি আর কামারের।'

কী করে আমরা ভুলে যাই যে, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার সময় তিনি যে দলের প্রধান ছিলেন তার নাম ছিলো বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বাকশাল। এ দেশটিকে সবার জন্য সমান সুবিধার দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি-সমাজ তথা জাতি গড়ার ভাবধারায় কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেছিলেন। শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তির একমাত্র পথ দেখিয়েছিলেন। সেই পথ থেকে সরে গিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন কিভাবে সম্ভব? তাহলে কথিত বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মদান কি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে? এসব সংশয় ও প্রশ্ন জাতিকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে! ❑

ওপার বাংলা ঃ গর্জে উঠলো ছাত্র-যুবরা

৷৷ সংলাপ প্রতিবেদক ৷৷

পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও শিল্পায়নের পক্ষে গর্জে উঠলো ওপার বাংলার ছাত্র-যুবরা। গত শনিবার দুপুরে ১১টি বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের মহামিছিলে পা মেলান হাজার হাজার ছাত্র-যুব। কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় শহীদ মিনারে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নকারী ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি বাতিলের দাবিতে, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখতে ও কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নের দাবিতে নতুন করে ওপার বাংলার শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে মিছিলে স্বতঃস্ফূর্ততাও ছিলো। উপস্থিত ছিলেন এস এফ আইয়ের সায়নদীপ মিত্র, কৌস্তভ চ্যাটার্জি, ডি ওয়াই এফ আইয়ের আভাস রায়চৌধুরি, প্রতিম ঘোষ, দেবাংশু নন্দী প্রমুখ।

মিছিল মেডিকেল কলেজ, মৌলালি ও এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে শহীদ মিনারে আসে। প্রায় একই সময়ে ধর্মতলার রানী রাসমণি রোডে সমাবেশ করে ফরওয়ার্ড ব্লক। রানী রাসমণি রোডে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। ভারত-মার্কিন পরমাণু

চুক্তির বিরোধিতা করেন বক্তারা।

১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের শতবর্ষকে স্মরণে রেখে প্রতিটি ব্লক, পুরসভা এলাকায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সভা, সমাবেশ ও মিছিল করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের রাজ্য নেতা নরেন চ্যাটার্জি, হাফিজ আলম সাইরানিরা বলেন, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, না হলে দেশে বেকারি বাড়বে। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সমবায়ের বিকাশ চাওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির ওপর জোর দেন। ❑

আলো - অন্ধকারে

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

আমেরিকায় দারিদ্র্যের সংখ্যা বাড়ছে। সে দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। এই ৩০ কোটির মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বিশ্বের এই পরাক্রমশালী দেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর বিচারে বিশ্বে তার অবস্থান ৪২। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে আয়ু বিচারে সবার পেছনে। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থান আরও নিম্নগামী। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মানব উন্নয়নে অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। এখন তা দাঁড়িয়েছে ১২তে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন সবচেয়ে বেশি শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪ কোটি মানুষ এখন মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষের স্বাস্থ্যবিষয়ক ইন্স্যুরেন্স নেই। এসব মানুষ কেবল ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পায়। বিশ্বের একক পরাশক্তি এবং সবচেয়ে ধনাঢ্য দেশ হিসেবে পরিচিত আমেরিকার এ চালচিত্র দেখে চিন্তাবিদদের ধারণা আমেরিকা তার প্রতাপ-আধিপত্য হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে। তার সামরিক বাজেট দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ইরাক ও আফগানিস্তানে আধিপত্য বজায় রাখতে তারা হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। তাদের ভাষায় ও সংজ্ঞানুসারে জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে পাকিস্তানকে ইতোমধ্যে দিয়েছে ৭০০ বিলিয়ন ডলার। সামরিক খাত এবং বিশ্বে আধিপত্য বজায় রাখতে যে অর্থ ব্যয় করছে সে অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয় করলে আমেরিকার মতো দেশে দারিদ্র্য থাকার কথা নয় এবং মানব উন্নয়ন হ্রাস পাওয়ার প্রশ্ন উঠত না।

খাদ্যের দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খাদ্য মজুদ রয়েছে আমেরিকায়। বর্তমানে মজুদের পরিমাণ ২০ কোটি ৫০ লাখ টন। খাদ্যের এই বিশাল মজুদ থাকার পরও আমেরিকার মতো দেশে অনাহারী মানুষ থাকছে, এমন কথা কেউই বিশ্বাস করতে পারবে। কিন্তু সেখানে অতি দরিদ্র মানুষের খাদ্যের সংকট রয়েছে।

তাই বলা যায়, আমেরিকা বিশ্বে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে নিজের দেশের মানুষের দিকে নজর দিতে পারছে না। অথবা নজর রাখলেও দারিদ্র্যপীড়িতদের মানব উন্নয়ন করার সামর্থ্য নেই। অথচ দাদাগিরি করার জন্য তারা সারাবিশ্বের মানবাধিকার সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন করে। গোটা বিশ্বে মৌলিক অধিকার সম্পর্কেও তারা রিপোর্ট তৈরি করছে। যে দেশের একটি লক্ষ্যনীয় জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না তাদের এসব নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো অন্তঃসারশূন্য বলা চলে।

আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। খাদ্য মজুদ প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যথেষ্ট নয়। সরকারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব ভাত, কাপড়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। শক্তির জন্য খাদ্য লাগে। মানুষের শুধু জীবন ধারণ নয়, সুস্থ্য জীবন ধারণ করতে হলে তার মাছ লাগবে, মাংস লাগবে, দুধ লাগবে, ডিম লাগবে। লাগবে তরিতরকারি এবং ফলমূল। বস্তুত সমন্বিত খাদ্যই দরকার মানুষের। এখন প্রশ্ন ভাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যদি মাছ না থাকে, ভাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যদি মাংস না থাকে, ভাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যদি সবজি, ফলমূল না থাকে, না পাওয়া যায় পিঁয়াজ রসুন, আদা, ডাল ইত্যাদি তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? আমরা এরকম সংকটের মধ্যেদিয়েই দিন কাটাচ্ছি। মাংসের জন্য বিশেষ করে গরুর মাংসের জন্য আমরা ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বড় মাছ এখন বার্মা থেকে আমদানিও হয়, চোরাচালানও হয়। কাঁচাবাজারে সব ধরনের ডাল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এখন দু'প্রকারের। একটি দেশী এবং অন্যটি ভারতীয়। দেশীয় উৎপাদনে বৃদ্ধি না ঘটায় আমাদের চাহিদা মিটছে না। তাই মাছ-মাংস থেকে শুরু করে কাঁচাপণ্যের জন্যও আমরা প্রতিবেশী ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বাজারটিও পুরোপুরি চোরাচালান নির্ভর। পাটের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে 'ভারসাম্য' নষ্ট হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের অগ্রিম পরিকল্পনা থাকা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে কোনো কোনো জিনিসের উৎপাদন হ্রাস করবো নাকি সমন্বিত একটা উদ্যোগ নেব? এ বিষয়টি নিয়ে এখনই ভাবার সময়। খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। আম-কাঁঠালের দিনে এখনও দেখা যায় বহু গরিব লোক কাঁঠাল খেয়ে দিন যাপন করে। এখনও গ্রামগঞ্জের চিত্র খুব বেশি বদলায়নি। আম, জাম ও কাঁঠাল অনেকটা ভাতের ওপর চাপ কমায়। খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে। কিন্তু কাঁঠালের দাম যদি চালের তুলনায় দেড়গুণ-দ্বিগুণ হয় তাহলে গরিব লোকের কাঁঠাল খাওয়া আর হবে না। আমাদের চালও দরকার, আম-কাঁঠালও দরকার। দরকার মাছ-মাংসেরও। এগুলোরও উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এগুলো এখন দুর্মূল্য। মাছ, তরিতরকারি, শাকসবজি, মুরগি ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চলে আসছে এমনকি বিদেশেও চলে যাচ্ছে। যেহেতু শহরে বা বিদেশে এগুলোর মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা এগুলো কিনে খেতে পারে না। ফলে ভাত তারা খায় কিন্তু ভোগে অপুষ্টিতে। আমাদের অর্থনীতিবিদরা ও নীতিনির্ধারকরা খাদ্যশস্য এবং খাদ্যদ্রব্য এ দুটো বিষয়কে সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন এটাই সময়ের দাবি। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ধান-চাল-গম নিয়েই বেশি ব্যস্ত ও চিন্তিত। মাছ-মাংস, ডাল, ডিম, ফলমূল, দুধ এবং তরিতরকারি তাদের মাথায় আছে বলে দৃশ্যমান নয়। নীতিনির্ধারকরা কী ওই সব বিষয়গুলো আমলে নেবেন? নাকি অন্যদেশের বিশেষ করে আমেরিকা- পাকিস্তান-ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তাদের তাবেদারি করতে মাটির নীচের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে জাতিকে দারিদ্রের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে সংকট থেকে উত্তরণের নামে এটাই এখন সচেতন সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। ❑

ব্রিস্টলে রামমোহনের সৌধের সংস্কার

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

ব্রিটেনের ব্রিস্টল শহরে ভারতের রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-সৌধের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। লন্ডন থেকে প্রায় ১৭০ কিমি দূরে ওই শহরেই মেনিনজাইটিজে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের এই পুরোধা।

ব্রিস্টলে স্টেপলটোনে রামমোহনের মৃত্যু হয়েছিলো ১৮৩৩ সালে। তাকে সমাহিত করা হয়েছিলো শহরতলির আর্নস ভ্যালি সিমেট্রিতে। সেখানেই

রামমোহনের সমাধি-সৌধটি রয়েছে। এটি ১৮৪৩ সালে তৈরি করান প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর। উল্লেখ্য, রামমোহনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ব্রাহ্মসভার অন্যতম নেতা ছিলেন দ্বারকনাথও। এই ব্রাহ্মসভাই পরে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়।

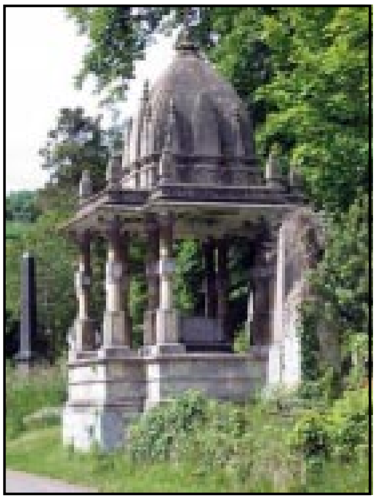

ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি-সৌধনি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিলো। বিষয়টি স্থানীয় ইতিহাসবিদ কার্লা কন্ট্রাক্টরের নজরে আসে। সমাধি-সৌধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝে তিনি ভারতীয় হাইকমিশনের কর্তা সহ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি সংরক্ষণ করারও প্রস্তাব করেন। তারপরই কাজ শুরু হয়। কার্লা বলেন, সমাধি-সৌধের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দু'বছর সময় লেগেছে। শেষ পর্যন্ত যে এই সংস্কার এবং সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে, তাতে আমি আপ্লুত।

সমাধি-সৌধটি সংস্কারের জন্য সিঙ্গাপুর নিবাসী ব্যবসায়ী আদিত্য কে পোদ্দার দিয়েছেন ৫০ হাজার পাউন্ডেরও বেশি অর্থ। এই ব্যবসায়ীর শিকড় রয়েছে কলকাতায়। ২০০৬ সালে কাজ শুরুর আগে সমাধি-সৌধটি কেমন জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তা দেখে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিলো কলকাতার মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্যের কাছে। প্রত্যেক বছর ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহনের মৃত্যুদিবসে ব্রিটেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা আর্নস ভ্যালি গোরস্থানে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান।

কার্লা বলেন, নিজের সময়ে এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন রায়। তিনি মহিলাদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের বহু কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মানবাধিকার রক্ষায় তার নেতৃত্বে শুরু হওয়া ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ভোলা সম্ভব নয়। ❑

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় বিদ্বেষ বাড়ছে

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

১০ বছরের ব্যবধানে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে কর্মস্থলে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক আচরণের ঘটনা প্রায় তিনগুণ হয়েছে। ইউএস ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশনের প্রতিবেদনে উদ্বেগজনক এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। গত সপ্তাহে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কর্পোরেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, শ্রমিক ফেডারেশনকে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার পর বিদ্বেষ/বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে আর না ঘটে সে ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। কমিশনের মুখপাত্র ডেভিড গ্রিংবার্গ এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি সংশ্লিষ্টদের বোধোদয় ঘটবে এবং কর্মস্থলে কাউকে বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না বা কেউ বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হবেন না।

বৈষম্যমূলক আচরণের শীর্ষে রয়েছে নামাজ / প্রার্থনার সময় না দেয়া এবং হিজাব পরা নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারটি। কর্মস্থলে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি মুসলমানরাই। এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। ১৯৯৭ সালে এ ধরনের বৈষম্য বা বিদ্বেষমূলক আচরণের জন্য মুসলিম কর্মজীবীরা যতটি অভিযোগ কমিশনে করেছিলেন, তার প্রায় তিন গুণ বেড়েছে ২০০৭ সালে। এ সংখ্যা হচ্ছে ২০০৭ সালে ৯০৭ এবং ১৯৯৭ সালে তা ছিলো ৩৯৮। ২০০২ সালে অর্থাৎ ৯/১১-এর পরের বছরের এমন বিমাতাসুলভ আচরণের পরিমাণ অবশ্য সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ওই বছর ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হয়েছিলেন ১ হাজার ১৫৫ জন মুসলমান। তবে সামগ্রিক অর্থে গত বছর ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক আচরণের হার বেড়েছে ১৩ শতাংশ। ইহুদি ও সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিসদের সাথে কর্মস্থলে বিমাতাসুলভ আচরণের হার অবশ্য হ্রাস পেয়েছে বলে কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ❑

সিমির উত্থান!

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

গত শতকের ৮০ দশকের আগে ভারতে সিমির নাম কেউই শোনেনি। এই ধরনের সংগঠনের কোথাও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। '৭৯ সালে, ইরানে আয়াতুল্লা খোমেইনির সশস্ত্র বিপ্লবের পর ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের জামা ইসলামির একাংশ বলতে শুরু করলো, সশস্ত্র বিপ্লবই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র রাস্তা। এই স্লোগানকে ঘিরে এই চার দেশে মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সুন্নি আদর্শ আর সৌদি ষড়যন্ত্র ভাঙনকে কিছুটা হলেও রুখে দেয়।

কয়েকটি দল ইরানি ভাবাবেগ থেকে যথাসম্ভব দ্রুত নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেও তাদের ছাত্র সংগঠন, বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশে স্বতন্ত্র রাস্তা বেছে নেয়। ভারতে আইএসও থেকে আলাদা হয়ে গড়ে ওঠে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ইসলামিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)। বাংলাদেশের ছাত্র শিবিরও হিংসার রাজনীতির পথ ধরে বাড়তে থাকে। ভারতীয় জামা ইসলামি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সিমিকে 'অবাঞ্ছিত' বলে ঘোষণা করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঘটন - বাবরি ধ্বংস, দাঙ্গা, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ, তালিবানি উত্থান এবং আল-কায়দার সশস্ত্র প্রবেশে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক ভিতকেও বাড়িয়ে তোলে।

বিজেপি'র আমলে সিমি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিষেধাজ্ঞার হাত ছুঁয়ে বহু নিরীহ মানুষও হয়রানির শিকার হতে থাকেন। হয়রানি থেকেও ফায়দা তুললো সিমি। সামাজিক প্রশ্রয়ের সুযোগ খুঁজলো। গুজরাটের গণহত্যা তাদের ভিতকে আরও বাড়িয়ে তুললো। প্রমাণ নেই, অনুমান - সম্ভবত ওই সময়েই আল-কায়দা, জৈশ-এ-মুহম্মদি আর লস্কর-এ-তৈবার মতো সংগঠনের সঙ্গে সিমির যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অনুমানের কারণ, গুজরাট গণহত্যার পরই সাংগঠনিক বৃদ্ধিতে আইএসও-কে অনেক অনেক পেছনে ফেলে প্রায় সর্বভারতীয় হয়ে উঠলো পাঞ্জাবি সন্তান আবুল আলা মওদুদির ভাবশিষ্যরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা আবুল আলা কিংবা মিশনের হাসান আল বান্নার গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবকে বিসর্জন দিয়ে অনেকটাই নির্বাচনপন্থী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের কাশ্মীরে তারা ভোটে যোগ দেয়। ভারতেও ইদানিং ভোট বয়কটের রাস্তা থেকে সরে এসে বিবেক-ভোটের ডাক দিতে শুরু করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিস্ট বিরোধিতায় তারা অবিচল।

আইএসও'র ভিত ওপার বাংলায় ছিলো। আজও আছে। যেহেতু আইএসও থেকে বেরিয়েই সিমির উত্থান, সে জন্য পুরনো ভিতকে ঘিরেই তারা সীমান্ত বর্তী বিভিন্ন জেলায় উগ্র বামপন্থীদের সাংগঠনিক কায়দায় নিজেদের হাতকে মজবুত করে তুলেছে। বাংলাদেশে ১/১১-এর পরবর্তী সরকার গঠনের পর

ইসলামি ছাত্র শিবির-সহ হিংসার রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি দেখা গেলেও এখন তারা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা পালায়ে পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবত তাদের সহজ প্রবেশের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। নিষিদ্ধ সিমির নিষিদ্ধ গোপন বন্ধুদের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দেয়ার সুযোগ পেলো ছাত্র শিবির - হয়তো বা পোক্ত হয়ে উঠলো হিংসার কব্জিও। তবে এর মানে এই নয় যে, ধর্মাশ্রিত প্রতিটি সংগঠনেই সিমি এবং ছাত্র শিবির প্রশ্রয় যাচ্ছে, তাহলে হদিস, জমিয়ত এবং তবলিগিদের আবর্তেও ঢুকে পড়েছে হিংসার উপাসকেরা।
হয়রানি আর অবিশ্বাসের ফাঁক দিয়ে বাড়ছে সন্ত্রাসের রাজনীতি। এই বৃদ্ধি রোখা দরকার। যে সামাজিক শত্রু - তাকে অবশ্যই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আবার যে শত্রু নয়, তাবে অবিশ্বাস আর সন্দেহ দিয়ে শত্রু শিবিরের দিকে ঠেলে দেয়া ঘোরতর অন্যায়। এই অন্যায়ের পথ অবরোধ কিংবা শত্রু-সন্ধান কেবল পুলিশ আর গোয়েন্দা দিয়ে সম্ভব নয়। একমাত্র রাজনৈতিক শিক্ষা ও বিবেকের খোলা চোখই দুশমন আর দোস্তের মধ্যে গড়ে তুলতে পারে নিশ্ছিদ্র প্রাচীর। আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে যেমন, পশ্চিমবঙ্গে তেমনি সিমির গোপন বাহুবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার দুস্থ পরিবেশে আর বাতাসে ধর্মমুখী দেওয়াল লিখন নজরে পড়ছে, ফিসফাসও কানে আসছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বহুজনের পাড়ায়, মসজিদে, মাদ্রাসায় সিমি গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। তারা কোথায় কোথায় আছে, এক সময় জনশক্তিই তা চিহ্নিত করে বলে দেবে, সমাজের সকলেই নয়, কেউ কেউ অবশ্যই হিংসার প্রশ্নহীন উপাসক। ❑

মিথ্যা হলফনামা দিলে ৭ বছর শাস্তি

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামা জমা না দিলে বা দাখিল করা হলফনামায় অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিলে বা দাখিল করা হলফনামায় উল্লেখিত তথ্যের সমর্থনে সার্টিফিকেট, দলিল দাখিল করা না হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হবে।
আইন সংশোধন হলে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার পরবর্তী নির্বাচনে এ বিধান কার্যকর হবে। স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশে এ ব্যবস্থা সংযোজিত হচ্ছে। বর্তমান আইনে তা নেই। নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ সংশোধনী প্রস্তাব করেছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনী অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ কমপক্ষে ছয় মাস, অনধিক সাত বছর এবং আচরণবিধির কোনো বিধান লঙ্ঘনের দায়ে কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক ছয় মাস অথবা অর্থদণ্ডের পরিমাণ অনধিক ৫০ হাজার টাকা অথবা উভয়বিধ দণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে প্রজাতন্ত্র বা সরকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে সার্বক্ষণিক বেতনযুক্ত পদ বা অবস্থানে থাকা ব্যক্তি সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনের অযোগ্য হবেন।
কোনো আদালত কোনো পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন মুলতবি রাখতে পারবেন না। আদালত নির্বাচিত কোনো পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরকে তার দায়িত্ব গ্রহণে এবং তার কার্যালয়ে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। সিটি করপোরেশন অধ্যাদেশে এ বিধান থাকলেও পৌরসভার ক্ষেত্রে মূল আইনে ছিল না বলে এখন তা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল পৌরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো মামলা দায়ের হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন। নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালও একই সময়ের মধ্যে আপিল নিস্পত্তি করবেন। আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই হবে চূড়ান্ত। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এ বিধান রয়েছে। পৌরসভার ক্ষেত্রে সংযোজিত হবে। ❑

প্রবাহ

॥ ফাতেমা তুজ জোহরা ॥

পাকিস্তান জুড়ে তালিবান হামলার হুমকি

পাকিস্তানে ভয়াবহ হামলার জন্য তৈরি থাকতে বলল তালিবানরা। এই হামলার জন্য আত্মঘাতী বাহিনীর ছেলেমেয়েরা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যে কোনোও মুহূর্তে করাচির বাণিজ্যিক ঘাঁটিসহ দেশজোড়া রক্তাক্ত প্রত্যাঘ্যাত শুরু হবে। সোয়াত ও অন্যান্য উপজাতি এলাকায় পাক বাহিনী যে অভিযান চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ না হলে তালিবান আত্মঘাতী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম বালুচিস্তানে একটি মোবাইল ফোনের দোকানে এদিন বিস্ফোরণ ঘটলে কমপক্ষে চার জন নিহত হন। আহতের সংখ্যা তিন।
সরকার নিয়ন্ত্রিত পি-টিভি এই খবর জানিয়ে বলেছে, ব্যস্ত মসজিদ রোডের সিদ্ধি শহরে এই বিস্ফোরণ ঘটে। দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে চারজনের। কোনোও জঙ্গি সংগঠন এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।
এদিকে, পাক তালিবানরা এমন কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে আত্মঘাতী বাহিনীতে নিয়োগ করেছে যাদের বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। এরা বড় বড় রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মৌলবি ওমর বলেন, এজন্য তারা আফগান সীমান্ত বরাবর বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ন্যাটো এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির অভিযানকে ব্যর্থ করতেই তাদের এই উদ্যোগ। তিনি আরও বলেন, পাক সরকারের শান্তি প্রক্রিয়ায় তালিবান ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছিল। বরং সরকার তাদের কথা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ওমরের আরোও অভিযোগ, সরকার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের নীতি এবং মার্কিন কর্মসূচি রূপায়ণেই বদ্ধপরিকর।
ওমর আরোও বলেন, পাক তালিবান প্রধান বাইতুল্লা মাসুদ তার প্রধান সহযোগীদের নিয়ে সম্প্রতি এক বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, সরকারের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকার একমাত্র জবাব হল বড় ধরনের জঙ্গি হামলা। সেই মতো তালিবানরা তাদের ছকও সাজিয়েছে। পুরো পরিকল্পনাটির নাম দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের আত্মহত্যা

স্বপ্নের দেশ মালয়েশিয়ায় দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে এসে বাংলাদেশী শ্রমিকরা আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে দিচ্ছে ওরা কেমন আছে। এ পর্যন্ত এ বছর

কমপক্ষে ৪ জন শ্রমিকের আত্মহত্যাসহ বহু মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেছে। যদিও এর চেয়ে বেশি শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। শুধুমাত্র পাসপোর্ট বা কোনো পরিচয়পত্র না থাকায় এসব অপমৃত্যুর খবর জানা যাচ্ছে না বাংলাদেশ হাইকমিশন পর্যন্ত পৌঁছাছে না। বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মালয়েশিয়ার মাটিতে মিশে যাচ্ছে বাংলাদেশ হতভাগ্য এসব শ্রমিকরা। আধুনিক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও হাজারো প্রশ্ন রেখে এভাবেই বিদেশ আসার স্বাদ পূর্ণ হচ্ছে ওদের। এসব অপমৃত্যু শ্রমবাজারের সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং জনশক্তি রপ্তানীর অনিয়ম আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে, কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে কাজাং বাংগী এলাকায়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১ আগষ্ট আনুমানিক ভোর সাড়ে ৬টায় হোস্টেলের রান্নাঘরে গলায় গামছা পেচানো অবস্থায় মোঃ কিবরিয়া (২৭) নামে এক বাংলাদেশী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার পাসপোর্ট নং এ ০০৫৬৮১৪। সে কুমিল্লা মুরাদনগর থানার এলখাল গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলামের বড় ছেলে। গত ২৫ জুন রাতে কিবরিয়াসহ ৮ জনকে মালয়েশিয়া কনশিশা নামের একটি আউট সোর্সিং কোম্পানীতে (১৮৫৬৩৯-ভি) পাঠায় ঢাকার আল ইসলাম ওভারসীজ (আর এল ১০৬)। ২৬ জুন থেকে ৪ দিন কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর থেকে কেউ তাদের গ্রহণ করেনি। তারপর আরো ৮ দিন এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন ডিপোতে তাদের আটক রাখা হয় বলে জানায় ওই গ্রুপেরেই সদস্য নোয়াখালী লক্ষীপুরের শাহেদুল ইসলাম জেহাদ। এরপর থেকে তাদের কোনো চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়নি। তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ওই দিনই সেরডাং হাসপাতালে ছুটে যান হাইকমিশনের ওয়েলফেয়ার সহকারী মোকসেদ আলী। এ ব্যাপারে কাজাং বন্দর বারু বাংগী থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রয়েছে। মামলা নং ০০৩৯৯৮/০৮। সম্প্রতি দিবাগত রাতে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে তার (এম এইচ১৯৬) লাশ ঢাকা পৌঁছাবে। নিহত কিবরিয়ার বাবা লাশ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। উক্ত কেনশিশা আউটসোর্সিং কোম্পানীর পরিচালক হামজা বিন ইয়াকুবকে কয়েকবার ফোন করেও পাওয়া যায় নি। এদিকে উক্ত আল ইসলাম ওভারসীজের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাকুরী না দিয়ে গোডাউনে শ্রমিক আটক, মেডিকেল আনফিট শ্রমিকদের দেশে না পাঠানো ও হয়রানী-নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এসব ব্যাপারে এজেন্সীর মালিক মোঃ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নির্যাতনের অভিযোগে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন থানায় একাধিক পুলিশ রিপোর্টও করেছে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। বাংলাদেশে টেলিফোনে কিবরিয়ার বাবার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, মৃত্যুর আগের দিন আমার সাথে শেষ কথা হয়। আমার ৪ ছেলে ২ মেয়ের মধ্যে সে ছিল বড় ছেলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, এই ছেলেই ছিল আমার একমাত্র ভরসা। আমি কাজকর্ম করতে পারি না। সে-ই ছিল একমাত্র রোজগারে ছেলে। মানুষের কথায় বিশ্বাস করে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছি। দু'আড়াই ভরি স্বর্ণ বিক্রির টাকা ছাড়া পুরো টাকাটাই সুদে নেয়া। ৭ হাজার টাকায় মাসে ১০ হাজার টাকা সুদ দিতে হয়। এখন আমি টাকা দেমু কেমনে? একদিকে ছেলে হারানোর শোক অন্যদিনে দেনার চিন্তায় কিবরিয়ার বাবা এখন পাগল প্রায়। তার উপর আত্মীয় পরিবেষ্টিত দালালদের ভয়েও তিনি আতংকিত। এ প্রতিবেদকদের সাথে কথা বলার সময় নাজিম নামে এক লোক বার বার তার ফোন কেড়ে নিয়ে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে গ্রাম্য দালালদের রক্ষার চেষ্টা চলছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী টেলিফোনে জানান। নিহত কিবরিয়ার বাবা রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি মূখ্য-সূখ্য মানুষ কিছু বুঝি না। তবু ছেলের কষ্টে এজেন্সীর অফিসে গিয়েছিলাম যেন একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে ওরা। কিন্তু আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, ভয় ভীতি ও নানা হুমকি দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে। ছেলেকে যাবার সময় এক কেজি চিড়া দিয়েছিলাম। আমার বাপ ৪ দিন এয়ারপুটে ওগুলোই খাইছে। তিনি বলেন, দেন-কর্জ করে গ্রামের মঞ্জুর মাধ্যমে এজেন্সীকে টাকা দিয়ে ছেলে পাঠিয়েছি লাশ পাবার জন্য নয়। আমার ছেলেকে স্পেশাল ভিসা ও ২৫ হাজার টাকা বেতন দেবার কথা বলে এত টাকা নিয়েছে। আমি এর বিচার চাই। ক্ষতিপূরণসহ তিনি সব টাকা ফেরত এবং ওই এজেন্সী ও দালালের বিচার দাবি করেন। আত্মহত্যার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চাকুরী না পাওয়ায় ও দেনার চাপের কারণেই সে আত্মহত্যা করেছে বুঝতে পারি। এদিকে নিহত কিবরিয়ার স্ত্রী লুৎফা বেগম ৬ মাসের অন্তসত্ত্বা বলে জানা গেছে। ৭/৮ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। কিবরিয়ার আত্মহত্যায় পুরো পরিবার এখন শোকে মূহ্যমান। অসুস্থতার কারণে তার বাবা কাজ করতে না পারায় ৮ জনের সংসারে সে-ই ছিল উপার্জক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে পরিবারটির এখন পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

গত ৪ আগষ্ট, সোমবার বেতন ভাতাদি না পেয়ে আবারও হাইকমিশনে এসেছে এম্পেরিয়াল এজেন্সীর (আর এল ৪২৮) ২৪ জন শ্রমিক। আমেরিকা প্রবাসী রিপন সাহার প্রতারণার শিকার হয়ে এই এজেন্সীর বহু শ্রমিক ইতোপূর্বেও হাইকমিশনে এসেছে। রিপন সাহা আমেরিকার নাগরিক পরিচয় দিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হাজার হাজার শ্রমিকের সাথে প্রতারণা করে বহু কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে অন্যদেশে পালিয়ে গেছেন। অসহায় শ্রমিকরা যখন মানবেতর জীবনযাপন করেছে তিনি তখন কুয়ালালামপুরে কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে আমোদস্ফূর্তি করেছেন। বর্তমানে রিপন সাহা অন্য এজেন্সীর মাধ্যমে দুবাইতে শ্রমিক পাঠানোর চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। প্রতারিত শ্রমিক জয়নাল, সোহেল, ইসলাম জানায়-প্লাষ্টিক ফ্যাক্টরীর নামে পাঠিয়ে তাদের স'মিলে কাজ দেয়া হয়েছে। চুক্তিপত্রে কমপক্ষে ৭৫০ রিঙ্গিত বেতনের কথা উল্লেখ থাকলেও ওরা ২ মাস কাজ করে ২/৩ শ' রিঙ্গিতের বেশি পায়নি। ২ লাখ টাকার উপর নিয়ে এক ফ্লাইটে গত ২৯ মে তাদের মালয়েশিয়া পাঠানো হয়েছে মাইন্ড বর্ন হোল্ডিং নামে একটি আউটসোর্সিং কোম্পানীর নামে।

মালয়েশিয়ার উদ্ভুত এসব পরিস্থিতি সামাল দিতে হাইকমিশনকেও বেগ পেতে হচ্ছে। একটি সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আরেকটি সমস্যা উঁকি দিচ্ছে। যদিও হাইকমিশনের প্রচেষ্টাতে মালয়েশিয়ায় অনেক শ্রমিক সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং বহু শ্রমিকই এখন আশানুরূপ ভালো বেতনও পাচ্ছে বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ডাক্তার আইভিন্সের আত্মহত্যা

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সন্দেহভাজন এ্যানথ্রাক্স হামলাকারী আমেরিকান সামরিক ডাক্তার আত্মহত্যা করেছেন। তার আইনজীবী দাবি করেছেন যে, অতিরিক্ত মানসিক চাপে তার মক্কেল আত্মহত্যা করেছেন।

একজন মার্কিন পরীক্ষক নিশ্চিত করেছেন যে, অভিযুক্ত হতে যাচ্ছেন এ কথা জানানো হলে ডা. ব্রুস আইভিন্স (৬২) আত্মহত্যা করেন। তার আইনজীবী আরো দাবি করেছেন, আদালতে তার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করা যেতো। কর্মকর্তারা বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকৃতি জানান। তবে কয়েকটি সুত্র জানিয়েছে, কৌঁসুলিরা এ্যানথ্রাক্স হামলায় ৫ জন নিহত হওয়ায় আদালতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আবেদন জানাতেন। ২০০১ সালের এগারোই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার অব্যবহিত পরে মিডিয়া ও রাজনীতিকদের কাছে মেইলযোগে এ্যানথ্রাক্সের সাদা গুঁড়ো পাঠানো হয়। এ্যানথ্রাক্স জীবাণু হামলায় এগারোই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় আতংকিত মার্কিনীরা আরো ভীত হয়ে পড়ে। জীবাণু হামলায় ১৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডা. আইভিন্স ম্যারিল্যান্ডের ফোর্ট ডেট্রিকে আমেরিকান মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট অব ইনফেকশাস ডিজিস (ইউএসএএমআর-আইআইডি)-তে কাজ করতেন। যুক্তরাষ্ট্র এ্যানথ্রাক্স হামলাকারীদের খুঁজে বের করার তদন্তে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ডা. আইভিন্সের সহকারী ডা. স্টিভেন হ্যাটফিলকে কেন্দ্র করে তদন্ত পরিচালিত হতে থাকে। ডা. স্টিভেন হ্যাটফিল মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ৫৮ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ লাভ করেন। গত সপ্তাহে মার্কিন ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'র পরিচালক রবার্ট মুলার সিএনএনকে জানান যে, তদন্তে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে এবং তিনি আশা করছেন তদন্ত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। লসএঞ্জেলসে টাইমস গত ১ আগস্ট, শুক্রবার জানায়, ডা. আইভিন্সকে জানানো হয় যে, তিনি অভিযুক্ত হতে যাচ্ছেন। একথা শোনার পর গত ৫ আগস্ট, মঙ্গলবার হাসপাতালে অতিরিক্ত ব্যথানাশক বড়ি সেবন করে তিনি আত্মহত্যা করেন।

দুই সন্তানের জনক আইভিন্সকে এ্যানথ্রাক্স ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করার জন্য ২০০৩ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডা. আইভিন্স জীবের উপর এ্যানথ্রাক্স গবেষণাকে অপর্যাপ্ত মনে করতেন। তিনি নিজেকে 'খোদা' বলে ভাবতেন।

‘বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না’!

সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি বলেছে ঃ বিচার বিভাগ পৃথক হলেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। উচ্চ আদালতে কেউ জামিন পেলেও গোয়েন্দারা আবার আটক করছে, ম্যাজিস্ট্রেটরা আবার তাদের জেলে পাঠাচ্ছেন। কোনো মামলায় সরকার দ্রুত আপিল করছে, আবার কোনো মামলায় চুপ থাকছে। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি জরুরি আইনের ১৬ (২) ধারায় আটক ব্যক্তিদের যে ম্যাজিস্ট্রেটরা জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ দাবি মানা না হলে আইনজীবী সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সমিতি। সমিতি ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। অপরদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে আগামী ২১ আগস্ট দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারাদেশে প্রতীক অনশন ও ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও এখনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। সরকার সবার সঙ্গে সমব্যবহার না করে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। কারও পক্ষে হাইকোর্টের আদেশ হলে সরকার দ্রুত আপিল করছে, আবার কারও পক্ষে আদেশ সরকার আপিল করছে না। হাইকোর্ট জামিন দিলে কাউকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে আবার কাউকে জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জামিন পাওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী, ড. তৌফিক-ই-এলাহী, আশরাফ হোসেন, কাজী জাফর উল্লাহ, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, মাহফুজুল হায়দার রোটনসহ অনেকে হাইকোর্টের জামিন পাওয়ার পর আবার জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা যেমন সংবিধানের লংঘন তেমনিভাবে মানবাধিকারেরও লংঘন। অবিলম্বে জরুরি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ঃ সংবিধান পরিপন্থীভাবে অনেককে গ্রেফতারের পর তাদের আবার আদালতে পাঠানো হলে অনেক ম্যাজিস্ট্রেট জামিনপ্রাপ্তদের আবার জেলে পাঠিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে যেসব ম্যাজিস্ট্রেট এমন কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ইদানীং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আদালতের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এভাবে আদালতের মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের ঘোরাফেরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ কারণে তাদের আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুমোদন

উপদেষ্টা পরিষদ ‘গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮’ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। গত ৬ আগস্ট, বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অন্যান্য উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। ‘গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮’ অনুযায়ী একজন প্রার্থী ৩টির বেশি আসনে নির্বাচন করতে পারবে না। আগে যে কেউ ৫টি আসনে নির্বাচন করতে পারতো। গণপ্রতিনিধত্ব অধ্যাদেশ জারির পর কেউ যদি ৩টির বেশি আসনে নির্বাচনে অংশ নেয় তবে তার সব আসনের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এছাড়া ওই অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে- কোনো সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও সরকারি কোনো কোম্পানি অথবা লাভজনক কোনো পদে থাকলে বা সরকারি কোনো বেতন পেলে সে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। উপযুক্ত কোনো আদালত কাউকে পাগল বা অপ্রকৃতি ঘোষণা করলে, কেউ যদি আদালত থেকে দেওলিয়া ঘোষিত হয় এবং তা থেকে অব্যাহতি না নেয়। কেউ যদি বিদেশী নাগরিক হয় এবং অন্য কোনো দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। যদি কেউ ফৌজদারি আদালতে ২ বছরের দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত ব্যক্তি সাজা খাটার পর মুক্ত হয়ে ৫ বছর পার না করে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। প্রজাতন্ত্রের যে কোনো লাভজনক পদে আইনের দ্বারা পদাধিকারী হলে। দুর্নীতির কারণে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে বা অব্যাহতি নিলে বা বাধ্যতামূলক অপসারণ করা হলে সে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এই অপসারণ হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। ক্ষুদ্র কৃষিঋণ ছাড়া কোনো প্রকার ঋণখেলাপি, ঋণের কিস্তি খেলাপি অংশ নিতে পারবে না। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার ৬ মাসের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকলেও তিনি অংশ নিতে পারবেন না। ৩টি আসনের বেশি আসনে প্রার্থী হলে বাতিল হবে।

অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ

বিদ্যুৎ ঘাটতি, সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ। এসব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ দ্রুততম সময়ে মোকাবিলা করা সম্ভব হলে প্রবৃদ্ধি অর্জন অসম্ভব নয়। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত (এপ্রিল-জুন) ত্রৈমাসিক আপডেট প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. হাবিব উল্লাহ বাহার ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কামাল মুজেরি উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস কনফারেন্স ড. মুজেরি বলেন, গত অর্থবছরে দুই দফা বন্যা, সিডর, বার্ড ফ্লু ও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির পরও প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরে অর্থনৈতিক সূচকগুলো বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। যে কারণে আশা করা যায় চলতি বছর কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতে পারে। আগের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। শিল্পে উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন খাতে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে চলতি বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ অর্জন অসম্ভব নয়। আমরা চলতি অর্থবছরের জন্য যে মুদ্রানীতি করেছি তা বলবৎ করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তফাকে মুজেরি বলেছেন, অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। তিনি বলেন, সংকোচনশীল মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা সম্ভব। তবে এর ফলে প্রবৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে গেলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হবে। এ জন্য সরকারের এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, আবার প্রবৃদ্ধির হারও বাড়ে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছর বাম্পার বোরো উৎপাদন হয়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে গম, ভুট্টা, সবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সরকার দ্রুততম সময়ে কৃষিঋণ বিতরণ ও সার সরবরাহ, সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি খাতে চলতি বছরের এ সময়ে তেমন অগ্রগতি না হলেও বছরের বাকি সময়ে তা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে। ইন্ডাস্ট্রি খাতে বিশ্বব্যাপী মন্দা, ব্যবসায়ীদের আস্থাহীনতা ও নির্মাণসামগ্রীর উচ্চমূল্যের কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়েছে। সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের এ সময়ে কিছুটা কমে এসেছে। গত বছর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। যা চলতি বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে হয়েছে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে এ সময়ে মোবাইল ও টেলিকমিউনিকেশন খাতে প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেড়েছে। রাজস্ব আদায়ে গত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় গত বছর রাজস্ব আদায় বেড়েছে শতকরা ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ঋণপ্রবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বেসরকারি ঋণ প্রবাহে উন্নতি হয়েছে বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং

মহিলা উদ্যোক্তাসহ উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। সরকারের ভতুর্কি বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ডিজেল, সার, দুই দফা বন্যা ও সিডরের কারণে সরকারের ব্যয় অনেক বেড়েছে।
ড. মুজেরি বলেন, গত অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিন খাতেই প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। তবে চলতি অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিন খাতেই প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। তবে চলতি অর্থবছরে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা কঠিন হবে না। তিনি বলেন, বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে, এরপর আমন ও আউশ উৎপাদনও যাতে বৃদ্ধি পায় এজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। এ ছাড়া শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী পণ্যের আমদানি বাড়তে শুরু করেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।
তিনি বলেন, গতবারের তুলনায় এবার রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ শতাংশের বেশি। তবে গত প্রান্তিকে সরকারের ঘাটতিও বেড়েছে। ৩.৭ শতাংশ থেকে ঘাটতি বেড়ে ৪ দশমিক ৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। সরকারের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘাটতি বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম রাজস্ব আদায়কারী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। সরকারের ঘাটতি মেটাতে রাজস্ব বৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অর্থবছরে খাদ্যপণ্যের আমদানি বৃদ্ধি এবং প্রথমদিকে রফতানি কম হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। তবে বছর শেষে ৮ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রেমিটেন্স আয় চলতি হিসাবের ভারসাম্যকে নেতিবাচক ধারা থেকে রক্ষা করেছে।
প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বল্পমেয়াদি সম্ভাবনাকে আশাব্যঞ্জক উল্লেখ করে বলা হয়, অর্থবছর ০৯-এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে গতি দেখা যাচ্ছে এটা ধরে রাখতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদন বাড়াতে কৃষি ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। বাড়াতে হবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ।

র‍্যাংগস ভবন ভাঙা শেষ হবে নভেম্বরে

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই র‍্যাংগস ভবন ভাঙার কাজ শেষ হবে। এবং এ বছরই তেজগাঁও-বিজয় স্মরণীর সংযোগ সড়ক জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ বিলম্বিত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানা গেছে। সূত্র জানায়, র‍্যাংগস ভবন ভাঙার কাজ প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। ১৯ তলা এ ভবনের ওপর থেকে ভাঙতে ভাঙতে বর্তমানে ১১ তলায় আসা সম্ভব হয়েছে। ভবন ভাঙার কাজে নিয়োজিত সিক্স স্টারস গ্রুপের সহকারী ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী ফায়েজ 'সংবাদ'কে জানান, আগের চেয়ে বর্তমানে অনেক দ্রুতগতিতে ভবন ভাঙার কাজ এগিয়ে চলেছে এবং আগামী চার মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে বলে আশা করছি। প্রতিদিন ২০০ শ্রমিক দুই শিফটে ভবন ভাঙার কাজ করছে বলে জানান তিনি। এর মধ্যে সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রথম শিফট এবং রাত ৮ টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটে কাজ পরিচালিত হচ্ছে। র‍্যাংগস ভবন ভাঙার জন্য চট্টগ্রামের সিক্স স্টারস গ্রুপকে এখন থেকে প্রায় বছরখানেক আগে দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে ভবন ভাঙার কাজ ত্বরান্বিত করতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবন ভাঙার কাজে পরামর্শ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক ভিসি ড. আলী মর্তুজার নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি পরামর্শক টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের অন্য সদস্যরা হলেন ড. রাকিব, ড. মেহেদী আনসারী, ড. ইশতিয়াক ও ড. এমএ নূর।
এদিকে সংযোগ সড়কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাটসহ প্রয়োজনীয় কিছু প্রস্তুতিও নেয়া হয়েছে। এখন সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে এ বছরের নভেম্বরেই ভবন ভাঙার কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি এ সময়েই বিজয় সরণি ও তেজগাঁও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ করে তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সম্ভব হবে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ছোটখাটো জটিলতা রাস্তার কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বস্ত এক সূত্র জানায়, রাস্তার জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তাদের কেউ কেউ মামলা করেছেন। এ মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হলে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজউকের এক কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, এসব মামলা যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, সেজন্য রাজউকের আইন শাখা যথেষ্ট তৎপর রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।
ভবন ভাঙার কাজে ঝুঁকি এড়াতে সংশ্লিষ্টরা যথেষ্ট তৎপর রয়েছেন। ভবন ভাঙতে গিয়ে আর কোনো শ্রমিককে যাতে প্রাণ হারাতে না হয়, সেজন্য পরামর্শক দল সব সময় পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। পরামর্শক দলের সাইট প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার রুবেল জানান, পরামর্শক দলের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী কাজ পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দারুণ এক সমন্বয়ের মাধ্যমে ভবন ভাঙার কাজ এগিয়ে চলেছে।
এরই মধ্যে র‍্যাংগস ভবন ভাঙার কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ১২ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুসহ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ভবনটি একটি প্রধান সড়কের পাশে হওয়ায় ভাঙার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা এড়াতে ও বাড়তি নিরাপত্তার জন্য কারিগরি দিকটি আগের থেকে অনেক উন্নত করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার ফায়েজ জানান, পরামর্শক দলের পরামর্শ অনুযায়ী অর্ধ মাস আগে সুইজারল্যান্ড থেকে অত্যাধুনিক কাটার মেশিন আনা হয়েছে। এর ফলে আগের থেকে কাজের গতি অনেক বেড়ে গেছে। রাজউকের কর্মকর্তা ও পরামর্শক দলের লোকজন নিয়মিত এ কাজ পরিদর্শন করছেন বলে জানান তিনি।
গত বছর আগস্টে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাংগস ভবন ভাঙার কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে রাজউক নিজেদের যন্ত্রপাতি নিয়েই ভবন ভাঙার কাজ শুরু করলে পরবর্তী সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে।

দুদকের ৫ কর্মকর্তা বরখাস্ত ৭ জনের নামে মামলা হচ্ছে

দুর্নীতি দমন কমিশনের ৫ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত ও ৭ জনের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়, অশালীন ব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। সম্প্রতি নিয়মিত ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক কর্নেল হানিফ ইকবাল এ তথ্য জানান।
কর্নেল হানিফ ইকবাল জানান, দুদকের বরখাস্ত ৫ কর্মকর্তা হলেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নিজামউদ্দিন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মো. আব্দুর রহমান, কনস্টেবল হারুন-অর-রশীদ ভূঁইয়া, মো. আব্দুল মোতালেব খন্দকার ও মীর রেজা হাবিবুর রহমান।
দুদক যে ৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা হলেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. কামরুল আহসান, সহকারী পরিচালক সাইফ মাহমুদ, মো. শামসুল আলম, অফিস সহকারী সায়েক আহমেদ, কনস্টেবল মো. মিজানুর রহমান এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মো. হাবিবুল্লাহ।

বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা হাইকোর্টে বাতিল

উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। অধ্যাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এমএ রশিদ, বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা ও বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ এ রায় দেন।
বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এমএ রশিদ পুরো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশটিকেই অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করেন। অন্য ২ বিচারপতি বিচারক নিয়োগে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতাকে অধ্যাদেশটির উদ্দেশ্য পরিপন্থী ও

অধ্যাদেশটিকে অর্থহীন করার শামিল মন্তব্য করে অধ্যাদেশের এ সংক্রান্ত ৯ (৪) ধারাটিকে বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে দুই/এক ভোটে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বাতিল ঘোষিত হয়। তবে বিষয়টি আইনের প্রশ্ন ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যা জড়িত থাকায় এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য হাইকোর্ট রিটকারীদের সনদ দিয়েছেন।

গত ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি কমিশনও গঠন করা হয়। আইনে কমিশনের অন্যান্য সদস্য করা হয় আইনমন্ত্রী, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম ও দ্বিতীয় বিচারপতি, এটর্নি জেনারেল, সরকার ও বিরোধী দলীয় দুই সাংসদ, সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি এবং আইন সচিবকে। রিটকারী ইদ্রিসুর রহমানের কৌসুলি ড. শাহদীন মালিক বলেন, 'রায়ে আমরা শতকরা ৯০ ভাগ জিতেছি। কারণ রিটটি দায়েরের পর সরকার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের ৯ সদস্যের মধ্যে ২ সাংসদ ও আইন সচিবকে বাদ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আরোও ৩ বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে অধ্যাদেশটি সংশোধন করা হয়েছে। হাইকোর্ট তা রায়ে বিচারক নিয়োগে কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতাকেও বাতিল করেছে।'

তিনি আরোও বলেন, 'উপমহাদেশে বিচারপতি নিয়োগ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো আইন নেই। তাছাড়া এ বিষয়টিতে সাংবিধানিক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাও জড়িত। তাই আমরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবো। এর ফলে বিষয়টি চূড়ান্ত ফয়সালা হবে।'

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশটির যে ধারাটিকে হাইকোর্ট বাতিল ঘোষণা করেছেন সেই ৯(৪) ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করতে চাইলে যথাযথ কারণ লিখে কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারবেন।'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইদ্রিসুর রহমানের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ এপ্রিল হাইকোর্ট উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের জন্য গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের কার্যক্রমের ওপর ৩ মাসের স্থগিতাদেশ দেন।

পাশাপাশি হাইকোর্ট সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশকে কেন অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করা হবে না তার কারণ জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি আদেশ জারি করেন।

গত ২০ মে কমিশনের কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের দেয়া স্থগিতাদেশ স্থগিত করে দেন সুপ্রিম কোর্ট। মামলার উভয়পক্ষকে রিটটির চূড়ান্ত শুনানির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিল আপিল বিভাগ।

রিটটি দায়েরের পর গত ১৬ জুন অধ্যাদেশটি সংশোধন করে সরকার ও বিরোধীদলীয় ২ সাংসদ এবং আইন সচিবকে বাদ দিয়ে আপিল বিভাগের আরোও এক বিচারপতি ও হাইকোর্ট বিভাগের ২ জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য করা হয়।

রিটটির ওপর শুনানিতে অংশ নেন ড. শাহদীন মালিক ও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। সরকারপক্ষে শুনানি করেন এটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহম্মেদ ও সহকারী এটর্নি জেনারেল জাফর ইমাম। আদালতের সহায়তাকারী (এমিকাস কিউরি) হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সিনিয়র এডভোকেট টিএইচ খান, ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও আজমালুল হোসেন কিউসি।

সাভারে ত্রিমুখী সংঘর্ষ

সাভারে শ্রমিক-আনসার-মালিকপক্ষের ত্রিমুখী সংঘর্ষে তিন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ ও অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়। নয়ারহাটে বিশ্বাস গ্রুপের একটি ফ্যাক্টরিতে গত ৯ আগস্ট শনিবার সকালে শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও ছাঁটায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন করার সময় ফ্যাক্টরির নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসারদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে আনসাররা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালালে তিনজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়। এরা হচ্ছে- আতিক (১৯), ফারুক (২০) ও কাইয়ুম (২২)। গুলির পরপর শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় মালিক পক্ষ-শ্রমিক ও আনসারদের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়।

ধামরাই, সাভার ও আশুলিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের পাশাপাশি যৌথবাহিনী ও র‌্যাব সদস্যরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের শান্ত করেন। পরে বিশ্বাস গ্রুপের মালিক মাইনুদ্দিন বিশ্বাস ফ্যাক্টরিতে গিয়ে শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস ও গুলির ঘটনার বিচার করার আশ্বাস দিলে দুপুর সাড়ে ১টার দিকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনার জন্য দায়ী আনসারদের পুলিশ আটক করে জেলা আনসার কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করেছে। পুলিশ আনসারদের কাছ থেকে ১০টি রাইফেল ও ৮৫টি গুলি জব্দ করা হয়। আহদের সাভার গণস্বাস্থ্য হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা হয়েছে।

পুলিশ এবং শ্রমিকরা জানায়, গত ৯ আগস্ট শনিবার সকালে শ্রমিকদের দুই মাসের ছুটি দিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে যেতে বললে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মিছিল-সমাবেশসহ অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এ সময় ফ্যাক্টরির দায়িত্বে থাকা আনসাররা শ্রমিকদের বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। শ্রমিকরা আনসারদের ধাওয়া করলে আনসাররা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ওপর ১৫ রাউন্ড গুলি করে। এতে তিন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এ সময় মালিক পক্ষের লোকজনও শ্রমিকদের আক্রমণ করে। এতে প্রায় অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিতে ব্যাপক ভাঙচুর করে। সংবাদ পেয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে ও তাদের ওপর হামলার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শ্রমিকরা জানায়, আনসারদের সহযোগিতায় মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই, ৮ ঘণ্টার স্থলে ১২ ঘণ্টা ডিউটি, দুই মাসের বকেয়া বেতন, ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে শ্রমিকরা গত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল। এদিকে হঠাৎ করেই কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ২ মাসের ছুটি দিয়ে ফ্যাক্টরি বন্ধের ঘোষণা দেয়। শ্রমিক আলতাফ হোসেন জানায়, সামনে ঈদ ও রোজা আসছে, তাই এ দিবসের আগেই আমাদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রেখে আমাদের বিদায় করার ষড়যন্ত্র করছেন মালিকপক্ষ। আগামী ঈদের বোনাস ভাতা ও বকেয়া নিয়ে যেন শ্রমিকরা আন্দোলন না করতে পারে সে জন্যই এ ধরনের কাজ করেছে। আর তাদের সহযোগিতা করছে ফ্যাক্টরির দায়িত্বে নিয়োজিত অস্ত্রধারী আনসার সদস্যরা।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুল আলম জানান, আনসাররা তাদের নিরাপত্তার জন্য শ্রমিকদের লক্ষ্য করে ১৫ রাউন্ড গুলি করেছে। তিনি বলেন, আনসারদের ক্লোজ করাসহ তাদের ১০টি রাইফেল ও ৮৫টি গুলি জব্দ করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, দুজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। শ্রমিকরা দাবি করেছে, তাদের ৬ জন শ্রমিক গুলিতে আহত হয়েছে। তবে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে তিন শ্রমিককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ র‌্যাব ও যৌথবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে। এ ব্যাপারে ফ্যাক্টরি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাদের পাওয়া যায়নি।

সৌদি আরবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে ৪ বাংলাদেশী

সৌদি আরবে আগুনে পুড়ে ৪ বাংলাদেশী মারা গেছেন। গত ৮ আগস্ট শুক্রবার দেশটির রাজধানী থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে দাম্মাম শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ৩ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন দোহারের আব্দুল সাত্তার, ফরিদপুরের টিটু এবং শফিকুল। নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

এদিকে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি। তারা জানান, নিহতদের খোঁজ পাওয়ার পর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, দাম্মাম শহরে হাফিজুর রহমান টিটু, আব্দুস সাত্তার, শফিকুল ও আব্দুল কাদের একই রুমে থাকতেন। শুক্রবারে ছুটির দিনে এদের একজন রান্না করার সময় অসতর্কতার কারণে আগুন ধরে যায়। এতে ৪ জনই পুড়ে মারা যান। পরে সৌদি পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে রাখে। কিন্তু দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার হলেও এসব লাশ বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সম্প্রতি স্যায় একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দেয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি প্রবাসীরা জানান, ৪ বাংলাদেশী আগুনে পুড়ে নিহত হওয়ার পর ৪ জনের লাশ পুলিশের জিম্মায় রাখা হয়। কিন্তু এ দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পার হলেও বাংলাদেশ দূতাবাস নিহতদের কোনো খোঁজ নেয়নি। এছাড়া লাশ কখন-কীভাবে পাঠানো হবে এ ব্যাপারেও দূতাবাসের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তারা জানান, প্রবাসীরা নিজ উদ্যোগে এসব লাশ দেশে পাঠালে প্রচুর টাকা খরচ হবে। তাই তারা দূতাবাসের সহযোগিতা কামনা করেন।
সৌদিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক কর্মকর্তা জানান, এত বিশাল দেশের কোথায় কি হচ্ছে দূতাবাসের পক্ষে জানান সম্ভব নয়। কোনো প্রবাসী তথ্য না জানালে তথ্য জানাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে কেউ একজন ফোন করে নিহত হওয়ার খবর দিয়েছেন। তবে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। নিহতদের খোঁজ নেয়ার পর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম। আমাদের মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, খবর পেয়ে সৌদি আরবে নিহত দোহারের আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী নুপুর (২৭) বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ৭ বছরের অবুঝ শিশুকন্যা সিহা কাঁদছে সব সময়। ১০ বছরের প্যারালাইসড রোগী তার বৃদ্ধ পিতা ইসমাইল সিকদার ও মা রোকেয়া বেগম পুত্রশোকে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। পরিবারের ৮ সদস্যের মধ্যে একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন আব্দুস সাত্তার। ৫ ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় আব্দুস সাত্তার ৫ বছর আগে ধারদেনা ও সুদে টাকা জোগাড় করে সৌদি আরবে পাড়ি জমান। দরিদ্র পরিবারটি এরপর থেকে মোটামুটি সচ্ছলভাবে চলছিল। কিন্তু তার মৃত্যুতে পরিবারটি এখন দিশেহারা।
আমাদের মধুখালী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি জানান, সৌদিতে নিহত ৪ জনের মধ্যে দু'জন ফরিদপুরের। তারা হলেন জেলার মধুখালীর নওয়াপাড়ার ইউপির গোন্দারদিয়া এলাকার আজিজ ঠাকুরের ছেলে হাফিজুর রহমান টিটু (২৭) ও জেলা সদরের কৈজুরি ইউপির গোয়ালকান্দির মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে সফিকুল ইসলাম (৩২)। সফিকুল পরিবারের ৬ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে তৃতীয়। সফিকুলের ৬ ভাইয়ের মধ্যে ৫ ভাই একই জায়গায় কাজ করেন। জানা যায়, নিহত সফিকুল দীর্ঘ ৮ বছর সৌদি আরবের দাম্মামে একটি কোম্পানির গাড়িচালক হিসেবে কাজ করতেন। সফিকুলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শিউলি আক্তার (২২) স্বামীর মৃত্যু সংবাদে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।
অন্যদিকে জেলার মধুখালীর নওয়াপাড়া ইউনিয়নের গোন্দারদিয়া গ্রামের আজিজ ঠাকুরের ছেলে হাফিজুর রহমান টিটুর মৃত্যুর সংবাদে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। হাফিজ পরিবারের ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে তৃতীয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হাফিজ।
নিহত হাফিজের মা জানান, সে ঈদে বাড়িতে আসতে চেয়েছিল। তিনি বলেন, হাফিজের সঙ্গে সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবারে মোবাইলে কথা হয়। হাফিজের বাবা আজিজ ঠাকুর জানান, আমার ছেলে দশম শ্রেণী পাস করে বিদেশে চলে গেছে। সে সৌদি আরবে দীর্ঘ ৮ বছর গাড়িচালক হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যে সে একবারও দেশে আসেনি। ওর স্বপ্ন ছিল বিদেশে আর গাড়ি চালাবে না। দেশে এসে সে একটি গাড়ি কিনে নিজে চালাবে।
নিহত হাফিজের ছোট ভাই মিঠু ঢাকার একটি বেসরকারি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ছে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইয়াহ ইয়া ভূঁইয়া বলেন, এ ঘটনায় আমরা সরকারি কোনো তথ্য পাইনি। তবে আমি চেষ্টা করছি খোঁজ নেয়ার।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেল ইতিহাসের সত্য। হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়ে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দিন ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওইদিন সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিল। চারদলীয় বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০২ সালের ২২ জুন তা বাতিল করে দেয়। সম্প্রতি বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার সচিব উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব সৈয়দ ফাহিম মুনয়েম সাংবাদিকদের বলেন, হাইকোর্ট ১৫ আগস্টের ব্যাপারে যে রায় দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ তা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার দিন ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালন এবং ওইদিনের সরকারি ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্তকে গত ২৭ জুলাই অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। আওয়ামী লীগ সমর্থক তিন আইনজীবীর রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ ও বিচারপতি এম আশফাকুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেয়। তবে ওই সময় বলা হয়েছিল সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করবে। জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট মোজাম্মেল হক, ছাত্রলীগ নেতা মোল্লা আবু কায়সার এবং এনজিও কর্মী এমএ খালেদ আবেদনকারী হয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণার দাবি জানিয়ে রিট আবেদন করেন হাইকোর্টে। এর একদিন পর বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি ফরিদ আহমদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিবসহ ৬ জনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয় ওই রুলে।
রিট আবেদনে বলা হয়, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতক চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার জন্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করতে জাতি দায়বদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওইদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা জাতির কর্তব্য।
১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। এছাড়া দিবসটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান করা হয়। কিন্তু ২০০২ সালের ২২ জুন চারদলীয় বিএনপি সরকার এক প্রজ্ঞাপন জারি করে তা বাতিল করে দেয়।
বর্তমান সরকারের এ সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ বলেছে, সরকার সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারের এ সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ আশা করে সরকার ভবিষ্যতে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এভাবেই সত্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

পর্বত অভিযানে ৭ বাঙালি

মোটর সাইকেলে ১৭ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায় মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে পৌঁছে ইতোমধ্যেই 'লিমকা বুক অব রেকর্ডস'-এ নাম তুলেছেন।

ওপার বাংলা উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের বাবলাতলার এই যুবকদের এবার লক্ষ্য একইভাবে ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছানো। আর এটা করতে পারলেই তারা লিমকার পাশাপাশি নাম তুলতে পারবেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। ওই দুটি সংস্থার কাছ থেকে ইতোমধ্যেই তারা অভিযান চালানোর জন্য যাবতীয় অনুমোদন পেয়ে গিয়েছেন। সাতজন যুবক এই মাসেই ওই অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

'নর্থ ক্যালকাটা দিশা' নামে ওই সংস্থার সদস্য এবং ওই অভিযানের আহ্বায়ক সুব্রত বড়াল বললেন, জায়গাটি সেন্ট্রাল লাদাখের চ্যাং চেমো রেঞ্জের মধ্যে পড়ে। এটি আকসাই চীনের লাইন অব কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ রেখার চার কিলোমিটার পশ্চিমে। পুরো অভিযানের জন্য তারা সময় রেখেছেন এক মাস। তিনি জানালেন, লে পর্যন্ত মোটামুটি পাকা রাস্তা রয়েছে, হোটেলও আছে। তারপর থেকেই পথ বিপদসঙ্কুল, থাকতে হবে তাঁবুতে। তাই মূল দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হবে ওই জায়গা থেকেই। ১৮ হাজার ৬৮০ ফুট উচ্চতায় মার্সেমিকলা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর গাড়ি যাতায়াতের পথ রয়েছে। তারপর আদৌ কী রাস্তা আছে, তা কেমন, সেসব কিছুই জানা নেই তাদের। সেখানে থাকতে পারে বরফ, শুধুই পাথর, অথবা হতে পারে কোনোও রাস্তাই নেই। এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তারা পুরোপুরি তৈরি। বস্তুত, এই জায়গাটি টপকাতে পারলেই বিশ্ব রেকর্ডের হাতছানি। কিন্তু তারা শুধু এই জায়গা অতিক্রম করেই থেমে থাকতে চান না। তাদের লক্ষ্য ওই ২০ হাজার ফুট।

মোটর সাইকেলে দীঘার মতো কয়েকটি জায়গায় বেড়াতে যাওয়া দিয়েই শুরুটা হয়েছিল। তারপর বাড়ি থেকে পালিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি অভিযান। এরপর এই ধরনের অভিযান তাদের নেশার মতো চেপে ধরে। ১৯৯৪ সালে কুমায়ুন পাস, ১৯৯৬ সালে মাউন্ট কালিন্দি, ১৯৯৭ সালে খাড়দুঙ্গলা, ১৯৯৮ সালে মাউন্ট রোন্টি, ১৯৯৯ গঙ্গোত্রি বেসিন এবং ২০০০ সালে তারা পৌঁছে যান মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্প এবং মানস সরোবরে। এই অভিযানই তাদের স্থান করে দেয় লিমকা বুক অব রেকর্ডস-এ। এখানেই শেষ নয়। তারা ২০০৩ সালে মোটর সাইকেলে দু'বারের চেষ্টায় পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি যাতায়াতের সর্বোচ্চ জায়গা সান্দাকফুতে। এর উচ্চতা ১১ হাজার ৯৮০ ফুট। ২০০৪ থেকে গত বছর পর্যন্ত দফায় দফায় তাদের অভিযান চলেছে কুগতি পাস, কালিন্দি বেসিন, সিঙ্গালি-লা রিজিয়ন প্রভৃতি জায়গায়।

সুব্রত আরো বললেন, এই কাজে বিপদ অনেক। কিন্তু বাড়ির লোকজন এখন পুরোপুরি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সবারই নিজস্ব বাইক রয়েছে। কিন্তু প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার যাতায়াত, একমাসের থাকা ও খাওয়া দাওয়া, পোশাক, মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ, চিকিৎসা, বিমা প্রভৃতির জন্য দরকার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা এবং দু-একটি বাণিজ্যিক সংস্থার কাছ থেকে তারা আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন। তারা এখন বাকি টাকা জোগাড় করার জন্য মরিয়া।

নির্বাচনে কালো টাকা

সদ্য সমাপ্ত চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী এবং পরাজিত মেয়র প্রার্থীরা নির্ধারিত পাঁচ লাখ টাকার কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। প্রায় সব প্রার্থীই নির্বাচনে উৎস বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ অবৈধ ও কালো টাকা ব্যয় করেছেন। কোনো কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এর পুরোটাই ব্যয় হয়েছে রাতের আঁধারে ভোট কেনা বেচার কাজে। অপ্রকাশ্যে বা রাতের আঁধারে ব্যয় করা এসব অর্থের হিসাব আর কোনোভাবে জানা যাবে না। নির্বাচন কমিশনও বলছে নির্বাচনে কালো টাকা ব্যয় হলেও তা চিহ্নিত করা অসম্ভব। ফলে কালো টাকামুক্ত নির্বাচনের স্বপ্নটি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, রাতের আঁধারে টাকা দিয়ে ভোট কেনাসহ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ কমিশনেও এসেছে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা বলে প্রমাণ না থাকায় নির্বাচনে কালো টাকা ব্যবহারের বিষয়টি প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। রিটার্ন দাখিলে প্রার্থীরা শুধু নির্ধারিত পাঁচ লাখ টাকার হিসাব দেন। কমিশন বড়জোর সেই পাঁচলাখ টাকা ব্যয়ে কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পারে। এর বেশি কিছু নয়। তার উপর নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র ও কাউন্সিলররা স্থানীয় সরকারের অধীন হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকে না। আর পরাজিতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উদাহরণ কমিশনের ইতিহাসে নেই। আইনী নির্বাচনী অনিয়মের জন্য বিজয়ীদের সদস্যপদ বাতিলসহ সবার বিরুদ্ধে জেল জরিমানার বিধান থাকলেও তা কার্যকর করা কঠিন বলে কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন। আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রার্থীরা পার পেয়ে যাবে বলে তাদের ধারণা। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. এটিএম শামসুল হুদাও গত ২৯ জুলাই আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (অ্যামচেম) মাসিক মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় বলেন, রাতের অন্ধকারে কেউ টাকা বিতরণ করলে বা কালো টাকা ব্যবহার করলে তা ঠেকানো কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়।

নির্বাচন কমিশনার ব্রি.জে. (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, নির্বাচনে কালো টাকা ব্যয় হলেও কমিশন কিভাবে তা প্রমাণ করবে। প্রমাণসহ অভিযোগ পেলে কমিশন অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচিত মেয়রের সদস্যপদ বাতিলের জন্য আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাবো। এছাড়া আমরা বিজয়ী এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর রিটার্ন তদন্তের জন্য আয়কর বিভাগ ও পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে প্রদান করবো। তদন্তে অনিয়ম পেলে কাউকে ছাড়া হবে না।

রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণাকালীন মেয়র প্রার্থীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কালো টাকা ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। অনেকে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনে এ বিষয়ে নালিশ করেন। সে সময় কোনো কোনো প্রার্থীর লোকজনকে টাকাসহ গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। চার সিটির ৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে অর্ধেকের বেশি নির্বাচনী খরচের হিসাব ব্যাংক একাউন্টে রাখেননি। ফলে উৎস বহির্ভূত এবং অপ্রকাশ্য উপায়ে প্রচুর অর্থ নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে স্থানীয়ভাবেও সবাই ধারণা করছেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোও বলছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যয় কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। পর্যবেক্ষক সংস্থা ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুরশিদ বলেন, তাদের রিপোর্টে দেখা গেছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীরা কমপক্ষে চারগুণ বেশি অর্থ খরচ করেছেন। ভোটারদের তথ্য অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক হিসাবে ব্যয় কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

অবশ্য সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কালো টাকা ব্যবহারের বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আর এখন নির্বাচনের পর তা ধরা আরো অসম্ভব। সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহীতে অর্থ দিয়ে ভোট কেনার কথা উঠেছে। কেউ তো তা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করছে না। তবে প্রমাণ করা না গেলেও ভবিষ্যত শিক্ষা গ্রহণের জন্য কালো টাকা ব্যয়ের ঘটনাগুলো জনসাধারণকে জানাতে হবে। নির্বাচন কমিশন একা এ কাজ করতে পারবে না। সবাইকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সব প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনে তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। রিটার্নে কোনো অনিয়ম হলে তাদেরকে দুই থেকে সাত বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হতে হবে। যদিও কোনো প্রার্থীই এতে শুধু নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ের হিসাবই প্রদান করেন। ফলে অপ্রকাশ্য টাকা ব্যয়ের বিষয়টি অজানাই থেকে যাবে।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধানে কয়লা

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ॥ চলমান বিদ্যুৎ সংকটের সুদূরপ্রসারী সমাধানের জন্য এই মুহূর্তে কয়লা উত্তোলনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলে মনে করেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তার মতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রবণতা দ্রুত কমাতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আরোও বড়

ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম এই বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, বর্তমানে উত্তোলিত গ্যাসের ৫০ শতাংশই ব্যয় হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। অথচ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা গেলে সার উৎপাদনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে অধিক পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এক সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীকালে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ডের (ডিটিসিবি) নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট তিনি। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন খাত নিয়ে গবেষণা করছেন। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী।

দেশের বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান বেহাল দশার নানাদিক এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে ইত্তেফাকের সঙ্গে কথা বলেছেন কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। জানিয়েছেন দেশের জ্বালানি খাত নিয়ে নিজের নানা ভাবনার কথা। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ খাতের আজকের দুর্দশার জন্য অতীতের সরকারগুলোর অদক্ষতাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কোনো সরকারই এই খাতের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। যে কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে কখনো উপযুক্ত নেতৃত্ব ছিল না। দায়সারাভাবে কাজ চালানো হয়েছে। বিগত দুইটি সরকারের আমলেই এ মন্ত্রণালয় রেখে দেয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ব্যস্ততার কারণে প্রধানমন্ত্রী কখনোই বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানির বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেননি। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সামগ্রিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কোনো উন্নতি না হলেও এই খাতকে ঘিরে দুর্নীতির দুষ্টচক্র হাতিয়ে নিয়েছে শত শত কোটি টাকা। বিদ্যুৎ খাতের জন্য একাধিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হলেও সেগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ কখনোই নেয়া হয়নি। অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক কোম্পানি গঠন করা হলেও সেগুলো তেমন কোনো সুফল দেয়নি। উল্টো বিদ্যুৎ খাতে বিশৃঙ্খলা আরো বাড়িয়েছে। এই ধারা এখনো চলছে। উদাহরণ টেনে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন, পিডিবি'র আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়ানোর জন্য গঠন করা হয়েছে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি (ইজিসিবি)। অথচ এই কোম্পানির চেয়ারম্যান করা হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অন্য সদস্যরাও প্রায় সকলেই বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আরো বেড়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সম্প্রতি আরো যেসব কোম্পানি গঠন করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থাও একই। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তাহলে কোম্পানি করে কি লাভ হলো?

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক জানান, অতীতে কোনো এক সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, পেট্রোবাংলার আদলে পিডিবিকে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তর করে এর আওতায় অনেকগুলো সাব-সিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করা হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত তেমনটি হয়নি। উল্টো পিডিবির আওতার বাইরে একের পর এক নতুন কোম্পানি গঠন করা হচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে এর ফলে সমস্যার সমাধান হবে না।

তিনি বলেন বিদ্যুৎ খাতের মূল সমস্যা হলো অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্তহীনতা, নেতৃত্বের সংকট ও দুর্নীতি। বছরের পর বছর এসব সমস্যা জিইয়ে থাকার কারণেই আজ বিদ্যুৎ খাতে লালবাতি জ্বলার উপক্রম হয়েছে। হুট করেই এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। আপাতত সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বাড়িয়ে উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে পিডিবিসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়াতে হবে। তবে বিদ্যুৎ খাতের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নে কয়লা উত্তোলনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর সবদেশেই গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রাধান্য পাচ্ছে। গ্যাস সংরক্ষণ করা হচ্ছে অন্য কাজের জন্য। এমনকি যেসব দেশে কয়লা নেই তারা অন্যদেশ থেকে কয়লা আমদানির মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলছে। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, মালয়েশীয় সরকার অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানিকৃত কয়লার ওপর নির্ভর করে কুয়ালালামপুরে অদূরে আড়াই হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সারাবিশ্বে বর্তমানে ৭০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে কয়লা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৯২ শতাংশ বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে কয়লা থেকে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ায় ৭৯ ভাগ, চীনে ৭৮ ভাগ, ভারতে ৬৯ ভাগ, জার্মানীতে ৪৯ ভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে কয়লা থেকে। অন্যদিকে বাংলাদেশে কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ মাত্র ৫ শতাংশ।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন, আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত কয়লার পরিমাণ আড়াই হাজার মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা প্রায় ৬০ টিসিএফ গ্যাসের সমপরিমাণ। অথচ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নিশ্চিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ হলো মাত্র ৯ দশমিক ২ টিসিএফ। অর্থাৎ আমাদের কয়লার পরিমাণ গ্যাসের প্রায় ৭ গুণ বেশি। অথচ এই বিশাল কয়লা সম্পদ কাজে লাগানোর কোনো উদ্যোগ নেই। সরকারগুলো এ ব্যাপারে জোরালো কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যতো দেরি হবে, আমরা ততোই পিছিয়ে পড়বো। কয়লা উত্তোলন বিলম্বিত হওয়ার নেপথ্যে বিদেশী ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনি বলেন, সার উৎপাদনের জন্য গ্যাস অপরিহার্য। একইভাবে পরিবহন জ্বালানি সিএনজির জন্যও গ্যাসের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং আমাদের উচিত সার, সিএনজি এবং শিল্পায়নের জন্য গ্যাস সংরক্ষণ করা এবং বিদ্যুৎ খাতকে দ্রুত কয়লার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। তা না হলে ভবিষ্যতে আরোও বড় ধরনের সংকটের কবলে পড়তে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংকটের সাময়িক সমাধানের জন্য সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা উচিত। তাহলে এগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়নের মতো প্রয়োজনীয় তহবিলের একটা ব্যবস্থা হতে পারে। কারণ পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়নের মতো প্রয়োজনীয় টাকা সরকারের হাতে নেই। শুধুমাত্র ট্রান্সমিশন গ্রিড পুরোপুরি সরকারের হাতে রেখে বাকি সবগুলো কোম্পানির সঙ্গেই বেসরকারি খাতকে যুক্ত করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন, কয়লা উত্তোলনের পাশাপাশি বায়ু ও পানিশক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

বায়ুশক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যথাযথ কোনো গবেষণা হয়নি বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কাজে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের দক্ষতা ও সক্ষমতা আরোও বাড়াতে হবে, এই প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত তহবিল দিতে হবে এবং এই কাজে মালয়েশিয়ার পেট্রোনাসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো সম্পৃক্ত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। ❑